POLITICAL SCIENCE. SEMESTER-II , CC-III

স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উদারনৈতিক চিন্তাবিদরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধিতার কথা বলেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা কেবল স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । Acton, Tocqueville, Herbert Spencer , Begehot, Lecky প্রমূখ চিন্তাবিদ সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণা কি পরস্পর বিরোধী বলে মত প্রকাশ করেছেন । Acton এর মত অনুসারে 'সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে'।

সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ পরস্পরবিরোধী এটি ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত সিদ্ধান্ত । স্বাধীনতা বলতে যদি খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার অনিয়ন্ত্রিত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কে বোঝায় তাহলে সাম্যের সঙ্গে এই স্বাধীনতার বিরোধী স্বাভাবিক, কিন্তু এই স্বাধীনতা সঠিক নয় , এ হল স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত হতে পারেনা। ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সাম্যের আদর্শকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি এই শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ। আবার উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধিতা কে অস্বীকার করেছেন।

Rousseau's, Maitland, Laski, Barker, R. H. Tawney প্রমূখ চিন্তাবিদগণ ও মার্ক্সবাদীগণ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক । উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। সাম্যের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে স্বাধীনতার উপলব্ধি অসম্ভব। স্বাধীনতার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সাম্যের পরিবেশ প্রয়োজন।

অধ্যাপক লাস্কির মতানুসারে স্বাধীনতা বলতে এক বিশেষ পরিবেশকে বোঝায় যে পরিবেশে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাধন করতে পারে । সাম্য বলতেও প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবেশ কে বোঝায় যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। R. H. Tawney র মতানুসারে 'সাম্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, স্বাধীনতার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন'।
মার্কসীয় মতবাদ অর্থনৈতিক সাম্য কে স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই তথ্য অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
অধ্যাপক লাস্কি A Grammar of Politics এবং Liberty in Modern State শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Acton, Tocqueville এর মত তিনি স্বাধীনতা ও সাম্য কে পরস্পর বিরোধী বলেননি তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন ।

লাস্কি র মত অনুসারে সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়।লাস্কিএ বিষয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের ওপর জোর দিয়েছেন। ধনবন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। যাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও তাদের হাতে থাকে । সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত সমাজের অবহেলিত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়, বস্তুত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব।

Earnest Barker তাঁর Principle of Social and Political Theory শীর্ষক গ্রন্থে স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তার মত অনুসারে কোন বিচ্ছিন্ন নীতি নয় স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতির পাশাপাশি সাম্যের অবস্থান এই দুই এর সঙ্গে এবং বিশেষত স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক কারণ সাম্য ও স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ । তবে Barker এর মতে স্বাধীনতা হল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতা ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মূল্যের সঙ্গে অধিকতর ও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত সামর্থের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সঙ্গেও স্বাধীনতা নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। Barker স্বাধীনতাকে মহত্তর বলেছেন। এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্য এসে পড়ে। তাঁর মতে স্বাধীনতা দাবি করে গেলেই সাম্য নাগালের মধ্যে এসে যায়।

Barker এর অভিমত অনুসারে যোগ্যতার মুক্তি সাধনই হল মানুষের প্রধান লক্ষ্য। এবং এর জন্য সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য থাকা দরকার। মানুষের প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো যোগ্যতা বা সামর্থের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। সকল সামর্থের স্বাধীন বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য হলো সুযোগ-সুবিধার সমতা। Barker এর মতে মর্যাদা ও বিষয় - সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকতর অভিপ্রেত। তিনি অর্থনৈতিক আদর্শকে ও প্রধানত মুক্তি সাধনের আদর্শ হিসাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতানুসারে এক্ষেত্রেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের আগে মর্যাদা ও সম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য । তবে এক্ষেত্রেও প্রধান চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অবাধ অংশীদার হিসাবে কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকলের মুক্তি সাধন। সেখানে মজুরি ও কাজের নিয়মকানুন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলের বক্তব্য গুরুত্ব পাবে। সেখানে সকলে সাধারন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে । এই আইন অনুযায়ী সকলে কাজ করবে।